নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও
বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব

মানিক সরকার

সংগ্রামী শোষিত -বঞ্চিত- নির্যাতিত মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে কালজয়ী অবিস্মরণীয় নভেম্বর বিপ্লবের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ পৃথিবীর বুকে শোষক-শোষিতের শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নভেম্বর বিপ্লবই শোষিতের সংঘটিত প্রথম সফল বিপ্লব যা শোষকদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে শোষিতের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করে। উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরাজমান মালিক-শ্রমিক বা শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। উৎপাদনের মূল উপকরণ জমি, খনি, শিল্প, ব্যাংক থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শোষকদের ব্যক্তি মালিকানা বা আধিপত্যের অবসান ঘটায়। উৎপাদনের মূল উপকরণ সমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। ভীত -সন্ত্রস্ত শোষকদের উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা অপপ্রচারে যা ছিল শোষিতের অবাস্তব স্বপ্নবিলাস তাকে চূর্ণ -বিচূর্ণ করে। নভেম্বর বিপ্লব বাস্তবের মাটিতে রাশিয়ার বুকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গৌরবময় সফল প্রতিষ্ঠায় গোটা পৃথিবীকে বিস্ময়াবিষ্ট করে, চমকিত করে, শোষিতের জাগরণে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নেয়, শোষকের বুকে কাঁপন সৃষ্টি করে, শোষক-শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

বিজ্ঞান সত্য। মার্কসবাদ শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সমাজ বিজ্ঞান। তাই মার্কসবাদ সত্য। শ্রেণি বিভক্ত দাস সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শোষণ ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিকাশ ও দ্বন্দ্ব সমূহের সমাধানের ঐতিহাসিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মার্কসবাদ শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লব এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মহামতি লেনিন মার্কসবাদের সার্থক রূপকার। নভেম্বর বিপ্লব তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন সমার্থক। বিজ্ঞানে চূড়ান্ত বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানে গোঁড়ামির স্থান নেই, সুযোগও নেই। বিজ্ঞান মানেই সচলতা, তথ্য, যুক্তি, গবেষণা নির্ভর পরীক্ষা, প্রয়োগ, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। নতুন সত্যের সন্ধানে এগিয়ে চলা। মার্কসবাদও আপ্ত বাক্য নয়। বিধির বিধান কিংবা স্থানু স্থবির বিষয় বা বস্তু নয়। মার্কসবাদ চলার পথে দিক দর্শক। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মপন্থা নির্ধারণ করার কথাই বলেছে মার্কসবাদ। লেনিন রাশিয়ার মাটিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতির সুগভীর বিশ্লেষণ করেই বিপ্লবী কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করে মুন্‌শিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। মার্কসবাদের প্রাথমিক বিশ্লেষণে শিল্পোন্নত অগ্রসরমান পুঁজিবাদী- ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রেই সর্বহারার বিপ্লব হবে এই ধারণার বদল ঘটিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তৎকালীন পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দুর্বল গ্রন্থি জার শাসিত রাশিয়াকেই আঘাতের জন্য লেনিন বেছে নিয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। মার্কসবাদ- লেনিনবাদের শিক্ষা বিপ্লবের কোনও ছক বাঁধা সড়ক নেই। নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর তা নির্ভর করবে। বিপ্লবী পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব হবে না। বিপ্লবী পরিস্থিতি মানে মূলত শাসিতরা শাসকদের দ্বারা আর শাসিত হতে রাজি নয়। কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকলেই বিপ্লব হবে না। বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য রাজনৈতিক-সাংগঠনিক বিশেষ করে সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। নভেম্বর বিপ্লব এবং নভেম্বর বিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগঠিত সফল বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছার লক্ষ্যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পাদন করতে হবে। এরজন্য শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে প্রধানত শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। যার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃত কৃষককে জমির মালিক করতে হবে। সামন্ত শোষণের শৃঙ্খল থেকে প্রকৃত কৃষি উৎপাদক ও কৃষি মজুরদের মুক্ত করতে হবে। কৃষি উৎপাদনকে অবারিত করতে হবে। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। সকল অংশের কৃষকসহ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এতেই সৃষ্টি হবে এবং প্রসারিত হবে শিল্প সম্ভাবনা। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে কর্মলাভের প্রভূত সুযোগ। বদলে যাবে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হবে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয় সমূহ সহ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পর্যায়ক্রমিক উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ কল্যাণকর কার্যক্রম রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে চাই জনগণের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ মতাদর্শে অবিচল শ্রেণি চেতনায় পরিপক্ক পার্টি ও তার ইস্পাতদৃঢ় সুসংহত সুশৃঙ্খল সংগঠন যা গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামে পোড় খাওয়া শ্রেষ্ঠ সন্তান -সন্ততিদের নিয়ে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের দেশের শ্রেণি শক্তিসমূহের অবস্থান ও ভারসাম্যের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। স্বাধীনতার সত্তর বছরে দেশের ক্ষমতায় বিভিন্ন সরকার এসেছে ও গেছে। মানুষ তাদের দেখেছেন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। প্রবহমান জটিল পরিস্থিতিতে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের স্বার্থে বিকল্প উপস্থিত করার। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক, কৃষক, কৃষিমজুর, শ্রমজীবী, যুব-ছাত্র, উপজাতি, দলিত, ও বি সি, সংখ্যালঘু, শিক্ষক-কর্মচারী, ছোটো-মাঝারি ব্যবসায়ীসহ শান্তিকামী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহকে সমবেত করতে হবে। প্রত্যয়ের সাথে জনগণের কাছে এখন উপস্থিত করতে হবে গ্রহণ ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষের জীবন ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিকল্প আর্থ- সামাজিক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই গড়ে তুলতে হবে গণসংগ্রাম ও শ্রেণি সংগ্রাম। মজবুত করতে হবে, ইস্পাত দৃঢ় করতে হবে সংগঠনকে। এ কাজ সহজ -সরল নয়। আমাদের দেশের শোষক-শাসকরা নানা কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত, বিপথগামী করতে অতিমাত্রায় সক্রিয়। ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ক্ষান্তিহীনভাবে। এটাই স্বাভাবিক। বৃহৎ পুঁজিপতি ও কর্পোরেটদের স্বার্থে সমাজের বৃহত্তম অংশের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক আক্রমণ হানছে। বিকাশমান প্রতিবাদী জনগণের সংগ্রাম ও একতাকে ভাঙতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের নামে ভেদ-বিভাজন তৈরির ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণসহ গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। কিন্তু বুঝতে হবে এসবই শাসক ও শোষকের দুর্বলতার লক্ষণ। পৃথিবীর দেশে দেশে এটাই অভিজ্ঞতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের স্বার্থে মানুষের সংগ্রামই জয়ী হয়েছে ও হবে।